ভোরের কাগজ

২৯/৬/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ... ৭......

কলেজ লাইব্রেরিগুলোতে বই পাঠানোর কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা

টেন্ডার না করায় অনিয়মের অভিযোগ, আজ আদালতে উঠেছে

গজ প্রতিবেদক : সরাসরি বই কিনে কলেজ লাইব্রেরিতে বই ঠানোর সরকারি কর্মসূচি বানচাল করার পাঁয়তারা চলছে। তিপয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে বই না কিনে সরাসরি বই নার ফলে অনিয়ম হচ্ছে এই অভিযোগ নিয়ে আদালতের ণাপন্ন হচ্ছে। ইতিমধ্যে উকিল নোটিশ পাঠিয়ে এবং দুর্নীতি মন ব্যুরোর পরিদর্শক পাঠিয়ে বই পাঠানোর কার্যক্রমে কয়েক দফা বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজ ইব্রেরিগুলোর জন্য নগদ টাকা দেওয়া বন্ধ করে সরাসরি বই নে পাঠানোর কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের য়িত্ব দেওয়া হয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় হ্কেন্দ্রকে। গ্রন্থকেন্দ্র তার নিজস্ব নিয়মে প্রকাশকদের কাছ কে সরাসরি শতকরা ৩০ ভাগ কমিশনে বই কিনে লেজগুলোতে বই পাঠিয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এজন্য শুধু শেষজ্ঞদের দিয়ে একটি নির্বাচিত বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করে তালিকা থেকে বই কেনার অনুমোদন দেয়।

চলতি অর্থবছরেও কলেজ লাইব্রেরির জন্য বই কেনার সূচি বাস্তবায়নে প্রস্তুতকৃত তালিকায় ১৩১টি প্রকাশনা সংস্থার ৭টি বই অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট ৩ কোটি টাকার বই কেনার এই সূচির প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকি বই না হবে চলতি সপ্তাহে।

সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে তমধ্যে কয়েক দফা বাগড়া দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লো তালিকাভুক্ত কয়েকটি বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান য়কজন সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজশে এই ষড়যন্ত্র করছে। তে 'বর্তমান সময়' 'বইপত্র', 'বর্ণবিচিত্রা' এই তিনটি প্রকাশনা স্থা সরাসরি বই কেনা কেন অবৈধ হবে না এই মর্মে উকিল টিশ পাঠায়। এর পাশাপাশি টেন্ডারে বই না কিনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনিয়ম করছে এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুজন কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে তদন্ত করার অনুরোধ করেন।

গত ১৪ জুন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক নাসির উদ্দিন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে এসে সমস্ত কাগজপত্র জব্দ করেন। গ্রন্থকেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সাপ্লায়ার কয়েকটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পুরো প্রক্রিয়া বানচালের জন্যই এমন কাজ করছে। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানগুলো মামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না পেয়ে গ্রন্থকেন্দ্রে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক পাঠিয়ে কাগজপত্র জব্দ করেছে। আজই তারা এসব কাগজপত্র নিয়ে আদালতে উঠবে।

এক্ষেত্রে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পনির উদ্দিন হায়দারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিনি সাপ্লায়ারদের পক্ষ অবলম্বন করে কাগজপত্র সরবরাহে অতি উৎসাহী ছিলেন বলে গ্রন্থকেন্দ্রেরই কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে তালিকা থেকে রাকিবুল হক ইবনের দুটি বই বাদ দেওয়ার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি মানবিক কারণে বই দুটি তালিকাভুক্ত করেছিল।

পনির উদ্দিন হায়দার ভোরের কাগজকে ইবনের বই বাদ দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, এটা ভুল হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন দিলে এখনো বই নেওয়া যাবে। তিনি সাপ্লায়ারদের পক্ষ অবলম্বনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় গ্রন্থনীতিতে টেন্ডারে বই কেনা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে দুর্নীতি হয়। যারা দীর্ঘদিন ধরে টেন্ডারের নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নকল, পাইরেটেড ও নিম্নমানের বই সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে তারাই এখন পুরো প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টা করছে।